গাংনীর আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনীর আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রউফ স্বপন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আখতারুজ্জামান বাবু। সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। নবীনদের বরণ শেষে ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে এবং দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রাপ্ত কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

মুক্তিযোদ্ধা, অসহায় দুস্থ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ মোট দুই হাজার জনের মাঝে এ কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মেহেরপুরের গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। গাংনী

পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনরুল ইসলাম বাবু, ওয়ার্ড কাউন্সিলন মোতালেব হোসেন,সাবেক ছাত্রনেতা ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতুসহ আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষা বন্ধব আওয়ামীলীগ সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাপটাড়া(বিএন) কলেজের নব নির্মিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

সোমবার বেলা ১১ টার সময় ৮০ লাখ ৪০ হাজার টাকা ব্যায়ে নির্মিত একাডেমিক ভবনটির উদ্বোধন করেন তিনি । উদ্বোধনী শেষে কলেজ সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোস্তাক আহম্মেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তৌহিদ মুর্শেদ অতুল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর যুব লীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম ও আওয়ামীলীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু। এসময় শিক্ষা প্রকৌশলী আতিকুর রহমান,কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসনে,সাহারবাটি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আকরাম আলী খা,বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বৃন্দ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি উক্ত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএন কলেজের একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, যারা কাজ না করে সংসার চালাতে চাই তারা আওয়ামীলীগ সরকারকে পছন্দ করবেনা। তারা সব সময় আওয়ামীলীগ সরকারের ক্ষমাতায় থাকাকে মেনে নেবেনা। কারন তারা অন্যের পরিশ্রমের ফসল রাতের আধারে ঘরে তুলবে,অন্যের গোয়ালের গরু বিক্রি করে খাবে। রাস্তায় রাস্তায় বোমাবাজি করবে,হাঙ্গামা করবে, বিএনপির নেতাকর্মীরা কাজ না করে খেতে পছন্দ করে। তারা সরকারের উন্নয়ন চোখে দেখতে পাইনা। গঠনমুলক সমালোচনা না করে সন্ত্রাসী কায়দায় ক্ষমতায় আসতে চাই স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাত বিএনপি।

এমন মন্তব্য করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি আরও বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার শিক্ষা বান্ধব সরকার। আওয়ামীলীগ সরকার উন্নয়নের সরকার। এসরকারের আমলেই গাংনী উপজেলা ৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তির আওতায় আনা হবে। যারা খেয়ে না খেয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন শিক্ষকতা করছেন তাদের হতাশ হবার কিছু নেই,বিএন কলেজকে এমপিও ভুক্তি করনের সর্বাত্নক চেষ্টা করা হবে। তবে একটি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও ভুক্তি করতে যে সকল শর্ত আছে তা প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের পুরুন করতে হবে জানিয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান বলেন, দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে আজ উন্নয়নের বাংলাদেশে পরিনত হয়েছে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে। এসরকার ক্ষমতায় আসরে দেশের উন্নয়ন হয়। যে উন্নয়ন পৌছে যায় শহর থেকে গ্রামেও। যার ফল পাচ্ছেন গাংনীর সাহারবাটি,নওপাড়া,ভাটপাড়াসহ গাংনী উপজেলার সকল মানুষ।

তিনি বলেন, প্রায় কোটি টাকা ব্যায়ে ভঅটপড়া বাজারে একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। একটি ইউনিয়ন ভুমি অফিস নির্মান করা হয়েছে,একটি ডিসি ইকোপার্ক হয়েছে,কয়েকটি বধ্যর্ভমি নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ করে শিক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে নান্দনিক ও দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যা আওয়ামীলীগ সরকারের অর্জন। স্বল্প আয়ের বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে। মেট্রো রেলে ঢাকা ভ্রমণ করতে পারছে মানুষ। এতো এতো উন্নয়ন বিরোধী দলীয় লোকজন চোখে দেখতে পায়না। তাই পাড়া মহল্লা আর চায়ের দোকানে বসে সরকারের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে তারাই আবার সরকারের সব সুবিধা ভোগ করছেন বলে বক্তব্যে বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ভুমিহীনরা ভূমি পেয়েছেন,গৃহহীনরা গৃহ পেয়েছে। যাদের আত্ন ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যাদের যুদ্ধে আমরা একটি স্বাধীন ভু-খন্ড পেয়েছি,সেই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধারা যথাউপোযুক্ত মর্যাদা পেয়েছেন। অন্য সরকারের আমলে আপনারা অবহেলিত ছিলেন। আপনারা যেভাবে সরকার কর্তৃক সম্মানীত হয়েছেন আবারো এই আওয়ামীলীগ সরকারকে ক্ষমাতায় এনে দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখবেন বলেও সকলের প্রতি প্রত্যাশা করেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

অনলাইন জুয়ার বাংলাদেশের সেকেন্ড ম্যান মোস্তাক নাহিদ অনিককে
(২২) ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ।

গত শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে অনিক ও হাসিবকে আটক করে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং মুজিবনগরের দারিয়াপুর থেকে রিমেট নামের একজনকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি অভিযানিক দল।

আটকরা হলেন-অনলাইন জুয়ার দূর্গ খ্যাত মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের অনলাইন জুয়ার অন্যতম হোতা মাদার আলীর ছেলে মোস্তাক নাহিদ অনিক (২২), কোমরপুর গ্রামের মোস্তাকিন আলীর ছেলে মেহেদী হাসিব (২২), দারিয়াপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে মুশফিকুর রহমান রিমেট (২৩)। গতকাল রবিবার বিকালে তাদের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মুজিবনগরের আদালতে হাজির করা হলে হাসিব ও রিমেট ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক তাদের জবানবন্দী গ্রহণ করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর ডিবির এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজধানীর মিরপুর-২ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি

তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

বিশ^স্ত একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ তারা জানিয়েছে মেহেরপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০টি চ্যানেল দেওয়া আছে। যেগুলো সিম সরবরাহ করে তার অনিকের পিতা মাদার আলী। আর এগুলো সব নিয়ন্ত্রণ করে অনিক নিজে।

সূত্রে আরো জানা গেছে, রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার পুরো কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে টম (ছদ্মনাম) নামের এক ব্যক্তি। অনিক বাংলাদেশের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনিকের অনুমোদন ছাড়া কাউকে এ চ্যানেল দেওয়া হয় না। এর জন্য অনিক পেয়ে থাকেন চ্যানেলের ৮ শতাংশ এবং টম পান ১৫ শতাংশ। এভাবে মেহেপুরের দুই শতাধিক তরুণ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষকে তারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িয়েছে। যার অন্যতম দূর্গ মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর। এখনো তাদের এসকল চ্যানেল পরিচালনা করছে সমরাজ, উজ্জল, সোহাগ খুড়া, জঙ্গল, লাল মিয়াসহ প্রায় ২০ জন এজেন্ট। এছাড়া বেশ কয়েকজন চ্যানেলের জন্য টাকা জমা দিলেও অনিকের কারণে তারা চ্যানেল পায়নি। যা থেকে অনিক ও টম কয়েক কোটি অবৈধ আয় করেছে।

স্থানীয়রা জানান, মাদার আলী সবসময় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ছত্রছায়ায় থেকে এ ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছে। যা বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে। আগামীতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পদ নেওয়ার চেষ্টাও করে চলেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে মেহেরপুর কয়েকজন সাংবাদিককে মাসোহারা দিয়ে ম্যানেজ করার অভিযোগও এক অনলাইন এজেন্টের স্বীকারোক্তীকে উঠে এসেছে। সদর উপজেলার পিরোজপুরে মাদার আলীর শশুরবাড়ি এলাকায় একজনকে চার বিঘা জমি নিয়ে চারটি চারটি চ্যানেল দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন বলেন, আটক আসামিদের মধ্যে অনিক অনলাইন জুয়ার কার্যক্রমে মেহেরপুরের শীর্ষ এবং দেশের সেকেণ্ড ম্যান। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় হাসিব ও রিমেট অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত থাকা কথা স্বীকার করেছে এবং তাঁরা অনিক ও তার পিতা মাদার আলীর চ্যানেল পরিচালনা করে বলে স্বীকারোক্ত দিয়েছে।
এদিকে, অনলাইন জুয়ার দূর্গে একের পর এক হানা দিয়ে ইতোমধ্যে প্রায় অনলাইন জুয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অর্ধশতাধিকজনকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। মাদারের ছেলে অনিককে আটকের মধ্যে দিয়ে বড় ধরণের একটি সফলতার মাইল ফলক স্পর্শ করলো মেহেরপুর পুলিশ বিভাগ।

পেছনের কথা:

গত বছরের ২৫ সেমেপ্টম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে “অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা, মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়। প্রকাশিত সংবাদে মাদার আলীর তথ্য উঠে আসে। এনিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টদের হুমকি ধামকিও দেয় মাদার আলীর লোকজন।

প্রকাশিত ওই সংবাদে জানা যায়, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। অথচ কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।
বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ছেলে অনিক ঢাকায় বাসা ভাড়া করে অভিযাত জীবনযাপন করেন বলে জানা গেছে।

মাদার আলীকে কয়েক মাস আগে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিলো বলে পুলিশের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগও ছিলো তার বিরুদ্ধে। অথচ বর্তমান পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, পিপিএম (সেবা), অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তাঁর বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছেন। পুলিশের ওই টিমটি অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে একের পর এক সফল অভিযান বাস্তবায়ন করছে।

মেহেরপুরে ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুনঃখনন (২য় পর্যায়) এর আওতায় মেহেরপুর সদর উপজেলা ও মুজিবনগর উপজেলায় ১০কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করা হয়েছে ।

রবিবার বিকাল ৫টার সময় কুলবাড়ীয়া ব্রীজের নিচে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ফিতা কেটে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্ভোধন করেন।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড আব্দুস সালাম, মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফ আহমেদ, জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম- সাধারন সম্পাদক অ্যাড ইব্রাহিম শাহিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, জেলা পরিষদ সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা,শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঠিকাদার মোঃ রাহিনুরজামান পলেন ।

মুজিবনগরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত

“শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন নিরাপত্তায় সর্বত্র আমরা” ৪৩ তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে সারাদেশের ন্যায় মুজিবনগরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রীতিভোজ (বড়খানা)।

এ উপলক্ষে রবিবার সকালে মুজিবনগর আনসার ক্যাম্প (উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন) প্রীতিভোজ (বড়খানা) এর আয়োজন করে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস এ প্রীতিভোজ (বড়খানা) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

এ সময় ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পিসি রেজাউল হক, আনসার সদস্য জিল্লুর রহমান, মাহামুদ, মোতাচ্ছেন, হুমায়ন আহম্মেদ, হিরামন মল্লিক, মিয়ারুল, শরিফুল, মুক্তার, রাফিদুল এই প্রীতিভোজ (বড়খানা) অনুষ্ঠান পালন করেন।

উল্যেখ্য, ৪৩ তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল একেএম আমিনুল হকের উদ্যেগে গাজিপুর শফিপুরে আনসার ভিডিপি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক একযোগে সকল জেলা উপজেলায় প্রীতিভোজ (বড়খানা) অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে পিঠা

উৎসব

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় ফরহাদ হোসেন বলেন, পিঠা উৎসব অনুষ্ঠান এই কলেজের সুন্দরতম একটি অনুষ্ঠান। যে কলেজে দাড়িয়ে কথা বলছি। মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের অবদান অপরিসীম। এ কলেজ থেকে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জীবনে প্রবেশ করেছে। এই কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা জীবন পার করতে পারে তার জন্য একটি সুন্দর ক্যাফেটরিয়া ও ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে মেহেরপুরে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস হয়েছে। আমরা এখন একজন ভিসি নিয়োগ দেব। ভিসি নিয়োগ দেওয়ার এর কার্যক্রম শুরু হবে। এখানে আধুনিক বিষয়গুলি লেখাপড়া করানো হবে। যে বিষয়গুলোর চাহিদা সারাবিশ্বে আছে।

পিঠা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল ইসলাম, কলেজের উপাধাক্ষ্য আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী।

স্বাগত বক্তব্য দেন পিঠা উৎসব আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল ধুমকেতু।
পিঠা উৎসবে ২২টি স্টলে হরেক রকমের পিঠা প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ. করা হয়েছে।

গাংনীর জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবীন বরণ ও নতুন ভবন উদ্বোধন এবং এসএসসি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠান ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার(১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বিদ্যালয় প্রঙ্গনে এসকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে নবীণ বরণ অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন (এমপি)। জুগিন্দা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন,ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর মোতালেব হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত,জাতীয় পতাকা উত্তোলন নবীণদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। বিভিন্ন ডিস্পেপ্রদর্শন করা হয়। এরপর ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেয়া হয়। পরে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকদের ফুল ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সব শেষে একটি ৪ তালা ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

মেহেরপুরে শান্তি সমাবেশের কথা জানতেন না চার সহ-সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিএনপির নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কেও শান্তি সমাবেশে ৮ সদস্যর মধ্যে চার

জনই অনুপস্থিত ছিলেন।

গতকাল শনিবার বিকালে শান্তি সমাবেশের মঞ্চে এ চিত্র দেখা যায়। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বর্তমানে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে মঞ্চে ছিলেন সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন। মঞ্চে দেখা যায়নি সহসভাপতি এ্যাড. মিয়াজান আলী, এ্যাড, ইয়ারুল ইসলাম, জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও আব্দুল মান্নানকে।

এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে এ্যাড. মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান ও এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম অভিন্ন ভাষায় বলেন, তারা কেউ জানে না এমনকি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক শান্তি সমাবেশের কথা তাদের জানাননি।

এ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, লিগ্যাল এইড বিষয়ক একটি সেমিনারে ঢাকাতে আছি। মেহেরপুরে থাকলে না জানালেও যেতাম। যেহেতু এটি সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম।

আব্দুল মান্নান বলেন, গত বৃহস্পতিবারও আমি সভাপতির সাথে কথা বলেছি অন্য একটি বিষয় নিয়ে। তবে শনিবার শান্তি সমাবেশ করা হবে আমাকে জানানো হয়নি। আমি শুক্রবারে ঢাকায় এসেছি। জানতে পারলে শান্তি সমাবেশ শেষ করেই ঢাকায় আসতাম।

তবে অপর সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

‘বিএনপির নীতিই হলো দুর্নীতি, শুধু লুটপাট করতে জানে’ - প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন

এমপি

সারাদেশে বিএনপির ইউনিয়ন পর্যায়ে বিএনপির নৈরাজ্য ও সহিংসতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি । এসময় জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপির নীতিই হলো দুর্নীতি। বিএনপি ক্ষমতাই থাকলে শুধূ লুটপাট করতে জানে। তারা এতিমের টাকা আত্মসাত করে, হাওয়া ভবন ও খাওয়া ভবন তৈরি করে। বিএনপি ক্ষমতাই থাকা অবস্থায় দেশে যে হাহাকার হয়েছে সেটি মানুষ দেখেছে।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এড ইব্রাহিম শাহিন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সাবেক দপ্তর সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড আ খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, মুজিবনগর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি এনাম হোসেন বকুল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হাসেম আলী, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান শাহজাহান আলী, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, আমদাহ ইউপি চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন, পিরোজপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম হোসেন, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হাসান আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগ নেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের

নেতাকর্মীরা।